সংযোজনী-৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাটনীতি-২০১৬ (খসড়া)

জুলাই, ২০১৬

পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সূচিপত্রঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রস্তাবনা	৩
২.	ভিশন	৩
৩.	পাটনীতির উদ্দেশ্যাবলী	৩
৪.	কৌশলগত অগ্রাধিকার	৪
৫.	পাটখাত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম	৪
৬.	পাটনীতি বাস্তবায়ন কৌশল	৭
৭.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৮
৮.	জাতীয় পাটখাত সমন্বয় কমিটি	৮
৯.	পরিশিষ্ট-ক	১১

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

পাট বাংলাদেশকে সোনালী আঁশের দেশ হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাট ছিল এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার, প্রসার এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে দেশে বিদেশে পাটের ব্যবহার ও চাহিদা কমতে থাকে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের নিমিত্ত ধান চাষকে অধিকতর অগ্রাধিকার দেয়ায় কৃষক পাটচাষের চেয়ে ধান চাষে বেশি মনোনিবেশ করে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় পরিবেশবান্ধব তন্তু হিসেবে আবার পাটের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পাটচাষ থেকে পাটপণ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও রপ্তানি এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে।

শিল্প খাতে পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের একক বৃহত্তম শিল্প। কাঁচা পাট, প্রচলিত পাটপণ্য (হেসিয়ান, সেকিং, সিবিসি, ইয়ার্ণ, কার্পেট) ও বহুমুখি পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয়ের ৩.৮৬% অর্জিত হয়ে থাকে। পাট খাতে অর্জিত ১ মার্কিন ডলার তৈরী পোষাক খাতে অর্জিত ৪ মার্কিন ডলার আয়ের সমান। পাট উৎপাদনের শুরু থেকে চূড়ান্ত পাটপণ্য উৎপাদনের প্রতিটি স্তর দেশেই সংঘটিত হওয়ায় পাটখাতে মূল্য সংযোজনের আনুপাতিক পরিমান অন্য যেকোন খাতের তুলনায় অনেক বেশী। সে কারণেই দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পাট খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চালু পাটকলগুলো আধুনিকায়নের মাধ্যমে এবং শ্রমিক, প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদিত প্রচলিত পাটপণ্যের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির যেমন সুযোগ রয়েছে, তেমনি নতুন নতুন বৈচিত্রকৃত বা বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং ব্যবহারের বিস্তৃত সুযোগ কাজে লাগানোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে লভ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে এবং পাটখাতে ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে দেশের জাতীয় উৎপাদনে পাটখাতের আনুপাতিক অবদান বাড়ানো যাবে। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করাকে বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসাবে ঘোষণা করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে এ খাতের যথাযথ অবদান রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এ খাত এতদিন যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। একটি নির্দেশনামূলক সময় উপযোগি পাটনীতি পাট খাত/পাট শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভিশন

দেশে বিদেশে প্রতিযোগিতা সক্ষম শক্তিশালী পাট খাত প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

পাটনীতির উদ্দেশ্যাবলী

৩.১ উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের পাটচাষে পাটচাষীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ, উন্নত পাটবীজসহ অন্যান্য উপকরণ যথাসময়ে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৩.২ পাটচাষীর উৎপাদিত পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

৩.৩ দেশে বিদেশে প্রচলিত পাটপণ্য, বহুমুখী পাটপণ্যের এবং পাটকাঠির উপজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ;

৩.৪ পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, পাট ব্যবসা, পাট শিল্প ও পাট গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত দপ্তর/সংস্থা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন;

৩.৫ পাট ও পাটশিল্প খাতে সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিনিয়োগে সরকারি উৎসাহ ও প্রণোদনা এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এখাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষন;

৩.৬ পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ;
৩.৭ পাটখাত উন্নয়নে গবেষণা জোরদারকরণ;
৩.৮ সরকারি বেসরকারি পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন;
৩.৯ পাটখাতে দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি;
৩.১০ অর্থনীতিতে পাট ও পাটপণ্যের অধিক মূল্য সংযোজন (Value Addition) এর মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদনে পাটখাতের আপেক্ষিক অবদান বৃদ্ধি করা।

চতুর্থ অধ্যায়

কৌশলগত অগ্রাধিকার

৪.১ মানসম্মত পাট উৎপাদন;

৪.২ পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ;

৪.৩ পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ;

৪.৪ পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন;

৪.৫ পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

পাটখাত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

৫.১ উচ্চফলনশীল পাটবীজ ও উচ্চমান সম্পন্ন পাট উৎপাদনঃ

(ক) উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের সকল উদ্যোগ নেয়া;
(খ) আধুনিক ও উন্নত পাট চাষ পদ্ধতি অনুসরণ, পাট আঁশের গুণগত মান ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পাট পঁচানো (যেমন রিবোনার পদ্ধতি) কলা-কৌশল বিষয়ে পাটচাষিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(গ) পাটচাষের ক্ষেত্রে পাটচাষযোগ্য ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুযায়ী পাটচাষে পাটচাষিদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য শস্য ও পাটচাষের তুলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ফলাফল পাটচাষিগণকে অবহিত করা;
(ঘ) বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট (বিজেআরআই) ও বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) এর উদ্ভাবিত একর প্রতি উচ্চ ফলনশীল পাট কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;
(ঙ) উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের পাট আঁশ উৎপাদনে সক্ষম পাটজাত উদ্ভাবনের গবেষণা জোরদার করা; এবং
(চ) উচ্চমূল্যের বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার উপযোগি কটন গ্রেড জুট ইয়ার্ণ বা ফেব্রিক্স উদ্ভাবনের গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.২ পাটের বাজার মুল্য স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকের ন্যায্যমুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করাঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা নিয়মিত পর্যবেক্ষণপুর্বক পাট উৎপাদনের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে একটি বাস্তব-সম্মত ধারণা পাটচাষি পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে পাটচাষি পাটচাষ বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতে পারেন;
(খ) মৌসুমের শুরুতেই সকল স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলোচনাক্রমে সরকার কর্তৃক পাটের ন্যূনতম মূল্য ঘোষণা করা;
(গ) সরকারি এবং বেসরকারি পাটকল মালিক সমিতি কর্তৃক পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী পাট ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন এবং পাটচাষী যাতে এ সকল ক্রয়কেন্দ্রে ন্যায্য ও নগদমুল্যে পাট বিক্রয় করতে পারেন সে লক্ষে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
(ঘ) পাটচাষিগণকে কাঁচাপাট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাটচাষী সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করা।

৫.৩ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণঃ

(ক) বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বর্তমানে প্রচলিত পণ্যের অধিকতর উন্নয়নসাধন, নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন এর লক্ষ্যে ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ডিজাইন সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;

(খ) পাটপণ্য বহুমুখীকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় বিনিয়োগ/চলতি মুলধন প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং Raw Materials Center (RMC) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(গ) ভুমিক্ষয় রোধে এবং রাস্তা ও বেড়িবাঁধ নির্মাণের মতো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ''মেটাল নেটিং'' বা সিনথেটিক জিও টেক্সটাইল এর পরিবর্তে পরিবেশ উপযোগি ও উৎকৃষ্ট জুট জিওটেক্স এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) দেশের সকল শিল্প/কারখানায় বোতল/প্যাকেট প্যাকেজিং ও পরিবহনের জন্য প্লাষ্টিক/সিনথেটিক ব্যাগ বা কনটেইনার এর স্থলে উপযোগি পাটের ব্যাগের প্রচলন এবং দেশের নার্সারীগুলোতে গাছের চারা সংরক্ষণে পাটের ব্যাগ(নার্সারী পট) ব্যবহারের সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঙ) পাট থেকে কাগজের মন্ড, কম্বল এবং অন্যান্য গৃহস্থালী পণ্য তৈরীর মত সম্ভাবনাময় খাত প্রসারসহ সরকারি অফিসসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের পাটের কাগজের ভিজিটিং কার্ড এবং পাটভিত্তিক স্টেশনারী ব্যবহারে উৎসাহিত করা; এবং

(চ) অ্যাকটিভেটেড চারকোল উৎপাদন এবং এ জাতীয় পাট উপজাত কাঁচামাল ব্যবহার উপযোগি শিল্পে সরকারি উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

(ছ) বাংলাদেশের বহুমুখী পাটপণ্যের একটি Brand সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.৪ প্রতিযোগিতাসক্ষম পাটপণ্য উৎপাদনের উপযোগি করে পাটশিল্পের পাটকলসমূহের আধুনিকায়নঃ

(ক) বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাটকলসমূহের আধুনিকায়নের মাধ্যমে বহুমুখী এবং উন্নত মানসম্পন্ন পাটপণ্য উৎপাদনে সক্ষম করে পাটশিল্পকে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(খ) পাটকলসমুহে নিয়োজিত শ্রমিক, টেকনিশিয়ান, প্রকৌশলী এবং ব্যবস্থাপকবৃন্দের দক্ষতা ও কারিগরি যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষে যথাযথ প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(গ) ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে বিভিন্ন দক্ষতামানের জুট টেকনোলজিস্ট সৃষ্টির লক্ষ্যে জুট টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্স চালুর ব্যবস্থা নেয়া;

(ঘ) পাটকলসমূহের আধুনিকায়নে এবং টেকনিশিয়ান, প্রকৌশলীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে Technology Up gradation Fund সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঙ) আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে কাঁচা পাট ক্রয় ও ব্যবহার, শ্রমিক এবং যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণসহ উচ্চতর উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা;

(চ) সরকারি পাটকলগুলোর উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাস করা এবং লাভজনক করার লক্ষে মিল পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা;

(ছ) পাটশিল্প সংক্রান্ত গবেষণালব্দ ধারণার বাণিজ্যিক ব্যবহারের লক্ষে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সরকারি বেসরকারি পাটকলসমুহের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া;

৫.৫ পাট ও পাটপণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণঃ

(ক) পরিবেশ বান্ধব, দৃষ্টি নন্দন এবং শৈল্পিক গুণসম্পন্ন পাটপণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচারণা এবং নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(খ) পণ্য পরিচিতি ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সরকারি সহায়তা প্রদান এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্যচিত্র নির্মাণ করে গণ মাধ্যমে প্রচার, বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা- ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(গ) পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন, দেশে বিদেশে চাহিদা ও যোগান পরিস্থিতি এবং বিপণন ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রচার;

(ঘ) বাজার সম্প্রসারণে পাটপণ্য রপ্তানি সহযোগিতা সেল গঠনপূর্বক রপ্তানি সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ, বিরোধ মিমাংসা, লিয়াজোঁ স্থাপন, পেটেন্ট ও ব্রান্ডিং এবং আন্তর্জাতিক মার্কেটিং পলিসির বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া, প্রতিযোগী দেশসমূহের রপ্তানি নীতি, রপ্তানি কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনপূর্বক এবং রপ্তানি সহযোগিতা সেল কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্যসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঙ) পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসের সহায়তা গ্রহণ করা;

(চ) বহুমুখী পাটপণ্যের শিল্পে সরকারি উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান, নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা।

৫.৬ সরকারি ও বেসরকারি পাটকলের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে দক্ষতা বাড়ানোঃ

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল এর আওতায় জুট সেক্টর স্কিলস্ কাউন্সিল গঠন;

(খ) পাটকলসমূহে কর্মরত শ্রমিক, প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপকবৃন্দকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
(গ) পাট প্রযুক্তির জ্ঞানসম্পন্ন টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলী সৃষ্টির উপযুক্ত কারিকুলামসহ ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্স চালুকরণ;
(ঘ) পাটকল ও পাট ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;
(ঙ) ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী ও কর্মচারীগণের বাৎসরিক কর্মমূল্যায়নেসরকারি পাটকল পরিচালনায় দক্ষতার বিষয়টি মুখ্য বিবেচনার নীতি গ্রহণ।

৫.৭ পাটখাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা প্রদানঃ

(ক) পাট শিল্পখাতে হ্রাসকৃত সুদের হারে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা; এবং
(খ) কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে পাটখাতকে কৃষিভিত্তিক শিল্পে প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫.৮ পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণঃ

(ক) আইনে বর্ণিত ৬টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে পাটজাত মোড়কের ব্যবহারের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সুবিধার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ি ও স্টেকহোল্ডারগণকে উদ্বুদ্ধ করা; এবং
(খ) আইন বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।

৫.৯ পাটখাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনের উদ্যোগ গ্রহণঃ

(ক) পাটকলগুলোর আধুনিকায়নে বিদেশি বিনিয়োগ আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
(খ) সরকারি পাটকলগুলোর অব্যবহৃত ভূমিতে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে পাট সংশ্লিষ্ট শিল্প স্থাপনে দেশি বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
(গ) পাটখাতে বিনিয়োগে সহায়তাকল্পে পাট অধিদপ্তরে একটি বিনিয়োগ সহায়তা সেল গঠন করা।

৫.১০ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়নঃ

(ক) রপ্তানির উর্দ্ধমুখী ধারা সৃষ্টি ও তা টেকসই করার লক্ষে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও প্রযুক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি পাটপণ্য ও পাট প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করা;
(খ) পাট পণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্যের উন্নয়নের গবেষণা কার্যক্রমে বেসরকারি খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা;
(গ) পাট দিয়ে কারুপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পীদের দক্ষতার মর্যাদা প্রদান এবং ডিজাইন ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
(ঘ) একটি পরিপূর্ণ ডিজাইন ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে এ খাতে নতুন নতুন ধারনার উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

৫.১১ পাটশিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কল্যাণঃ

(ক) শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে যথাযথ প্রক্ষিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(খ) সরকারি ও বেসরকারি জুট পাটকলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক সুপারিশকৃত মর্যাদাপূর্ন কাজের (Decent Work) ধারা, যেমন- সুষ্ঠু নিয়োগ, সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময় ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
(গ) শ্রমিক কর্মচারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষালাভে সহযোগিতা প্রদান করা; এবং
(ঘ) সরকারি পাটকলসমূহের ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনা এবং উচ্চ দক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ সূচকভিত্তিক বাৎসরিক লক্ষমাত্রা নির্ধারণ এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।

৫.১২ পাট ও পাট শিল্পের সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ ও সমন্বয়ঃ

পাট খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি বিষয়ে যথাযথ সমন্বয়ের জন্য পাট অধিদপ্তরের অধীনে একটি সমন্বয় সেল গঠন করা হবে;

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাটনীতি বাস্তবায়ন কৌশল

৬.১ কৃত্রিম তন্তুর পরিবর্তে অধিকতর পরিবেশ বান্ধব পাট তন্ত এবং প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে বিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি দেশে বিদেশে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে পাট ও পাটপণ্যের পরিবেশ বান্ধব গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল গ্রহণ করা;

৬.২ পাট ও পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার এবং বিশেষভাবে Jute Geo-Textile এর মত পণ্যের অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগতভাবে তুলনামূলক সুবিধার বিষয়টি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির এবং বাজার সম্প্রসারনের কৌশল গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন(বিজেএমসি), বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) ও বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) এর সম্মিলিত প্রয়াসে পাট ও পাটপণ্যের বাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম নেয়া;

৬.৩ পাটের বাজার মূল্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ও যোগান ছাড়াও দেশীয়ভাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের এবং আন্তর্জাতিকভাবে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পাটচাষীর পাটের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রণোদনামূলক ও রেগুলেটারি কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৬.৪ উচ্চফলনশীল পাট চাষে গবেষণাগারে প্রাপ্ত বীজ ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং পাটচাষ ও পাটপচনের আধুনিক পদ্ধতি বিষয়ে পাটচাষীগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৬.৫ Jute Genome Decoded হওয়ার প্রেক্ষাপটে উচ্চ মূল্যের বস্ত্র উৎপাদনসহ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য পাট আঁশ উদ্ভাবনের লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরনে প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা;

৬.৬ প্রচলিত ও বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি পাট প্রযুক্তির গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বহুমুখী পাটজাত পণ্যের ডিজাইন ব্যাংক ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;

৬.৭ বহুমুখী পাটপণ্য ও পাটকাঠি উপজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনখাতে বিনিয়োগে সরকারি উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান, নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা;

৬.৮ সরকারি ও বেসরকারি পাটকলগুলোর ব্যবহৃত প্রযুক্তির মান যাচাই করে স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে লক্ষ্যস্থিত প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ- এর মধ্যে থাকবে এ খাতে কর্মরত শ্রমিক, টেকনিশিয়ান, প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপকগণের পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পাট ও পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা অনুযায়ী পাটকলগুলোর আধুনিকরণ। এতদুদ্দেশ্যে একটি Technology Upgradation Fund সৃষ্টির বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা;

৬.৯ College for Jute Technology সৃষ্টির সমীক্ষা চালানো, যেখানে পাট শিল্পের উপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে। বিকল্প হিসেবে টেক্সটাইল কলেজগুলোয় এ বিষয়ে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা;

৬.১০ কৃষিভিত্তিক শিল্পে যেভাবে কর ও আর্থিক ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেয়া হয় পাটশিল্পকেও কৃষিভিত্তিক শিল্প ঘোষণা দিয়ে সমভাবে সেভাবে প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া;

৬.১১ পাট সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি শিল্প কলকারখানার মালিক/উদ্যোক্তা, বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে নেটওয়ার্কিং তথ্যের আদান প্রদান এবং কার্যকর সহযোগীতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে পাট শিল্পের উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা;

৬.১২ পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা এবং পাটপণ্যের দেশীয় বাজার সম্প্রসারণের সকল নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা;

৬.১৩ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে কাঁচা পাট ক্রয় ও ব্যবহার, শ্রমিক এবং যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলগুলোকে লাভজনক করার কর্মকৌশল গ্রহণ করা;

৬.১৪ পাট শিল্পের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা প্রদান, কর্মাকৃতি (Performance) মনিটরিং এবং সকল সরকারি, বেসরকারি মিল কারখানার জন্য Rules of the game তৈরি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি সুবিধা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্য সৃষ্টির উৎপাদনের কৌশল গ্রহণসহ অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটপণ্য এবং বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণের দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা অর্জনে পাট অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা।

সপ্তম অধ্যায়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৭.১ পাটনীতি-২০১৬ বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন;

৭.২ সামগ্রিকভাবে পাটখাতকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১, কৃষিনীতি, সামগ্রিক অর্থনীতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা(Work Plan) তৈরী করা হবে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে পাটচাষীর সংখ্যা, ভূমির পরিমাণ, পাটবীজের চাহিদা, পাটবীজের উৎপাদন ও আমদানী, কাঁচাপাটের উৎপাদন, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, কাঁচাপাটের রপ্তানি ও রপ্তানি আয়, পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় এবং এ খাতের শিল্পায়ন সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে;

৭.৩ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তরের নেতৃত্বে গঠিত 'পাটনীতি বাস্তবায়ন সেল' কর্তৃক কার্যাদি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৪ পাটনীতি বাস্তবায়ন সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাদি জাতীয় পাটখাত সমন্বয় কমিটিকে অবহিত করবে;

৭.৫ পাটনীতি বাস্তবায়নে পাটখাতের সাথে সংশিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর /প্রতিষ্ঠান এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাটখাতের সাথে যে সব দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত রয়েছে প্রস্তাবিত পাটনীতি বাস্তবায়নে ঐ সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা সংক্ষেপে পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়
জাতীয় পাটখাত সমন্বয় কমিটিঃ

৮.১। প্রস্তাবিত জাতীয় কমিটি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) :

০১	মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সভাপতি
০২	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সহ-সভাপতি
০৩	গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
০৪	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১৪	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
১৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাট কল কর্পোরেশন	সদস্য
১৬	যুগ্ম-সচিব (প্রঃ), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য

১৭	যুগ্ম-সচিব (নীপবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সদস্য, (জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট	সদস্য
২০	মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর	সদস্য
২১	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
২২	পরিচালক (ক্যাশ ক্রপ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য
২৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য
২৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অগ্রণী বাংক লিমিটেড	সদস্য
২৬	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য
২৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রুপালী ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য
২৮	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	সদস্য
২৯	নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি	সদস্য
৩০	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা	সদস্য
৩১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন	সদস্য
৩২	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট গুডস এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৬	সভাপতি, বাংলাদেশ পাট চাষী সমিতি	সদস্য
৩৭	পাট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৩ জন সদস্য (কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৮	বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন অঞ্চলের ৪ জন উদ্যোক্তা প্রতিনিধি	সদস্য
৩৯	যুগ্ম সচিব (পাট-২), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটি পাটনীতি বাস্তবায়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা, নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কমিটি বৎসরে কমপক্ষে ২টি সভায় মিলিত হবেন।

৮.২ পাটনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি :

১।	সচিব	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	মহাপরিচালক	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৭।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	পরিবেশ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০।	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
১১।	সদস্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২।	নির্বাহী পরিচালক/ জেনারেল ম্যানেজার	বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য

১৩।	ভাইস-চেয়ারম্যান	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
১৪।	চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	সদস্য
১৫।	চেয়ারম্যান	বিজেএমএ	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান	বিজেএসএ	সদস্য
১৭	মহাপরিচালক	পাট অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবেন এবং পাটনীতি বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণসহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন এবং নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনার নিমিত্ত জাতীয় কমিটির নিকট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবেন। নীতি বাস্তবায়ন করে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি প্রণয়ন এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উক্ত কমিটি সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে সহযোগীতা করবেন। কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৮.৩ নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে পাট অধিদপ্তরের নেতৃত্বে 'পাটনীতি বাস্তবায়ন সেল' গঠন করা হবেঃ

১।	মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর	সভাপতি
২।	পরিচালক, বিজেএমসি	সদস্য
৩।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৭।	পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি	সদস্য
৯।	চেয়ারম্যান, বিজেএমএ	সদস্য
১০।	চেয়ারম্যান, বিজেএসএ	সদস্য
১১।	চেয়ারম্যান, বিজেজিএ	সদস্য
১২।	চেয়ারম্যান, বিজেএ	সদস্য
১৩।	পরিচালক(পাট)	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রতি ২(দুই) মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে পাটনীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং কোন সুপারিশ থাকলে তা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করবেন। কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট- ক

পাটনীতি বাস্তবায়ন এবং পাট খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাটনীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানঃ

(ক) পাট অধিদপ্তরঃ

পাট অধিদপ্তর মূলতঃ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ সালের দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রূলস, ১৯৭৪ সালের দি জুট গ্রোয়ার্স (বর্ডার এরিয়াস) এর প্রয়োগ ও বাসত্মাবায়ন অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত আছে। পাট খাতের উন্নয়নকল্পে পাট অধিদপ্তর উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

পাট অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রধানত নিম্নরূপঃ

(১) পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদান;
(২) পাট ও পাটপণ্য ব্যবসা তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও অনিয়ম রোধ;
(৩) নিয়মিত পরিদর্শন ও পরীক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নে পাটকলসমূহকে সহায়তা প্রদান;
(৪) পাট ও পাটপণ্য বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি যথাঃ পাট আবাদী জমি, পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়, মজুদ বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণ এবং পাট খাতে পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণে এসব তথ্যাদি সরবরাহ;
(৫) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবী উৎপাদনে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষে প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

পাট অধিদপ্তর পাট ও পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। এছাড়াও উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এ লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর প্রয়োজনে জনবল কাঠামো পরিবর্ধন/পরিমার্জন করবে।

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই):

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে ইহা সর্বজনবিদিত। একমাত্র কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনেই গ্রাম পর্যায়ে দক্ষ জনবল যথাঃ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার/ব্লক সুপারভাইজার কর্মরত আছেন। এসব কর্মকর্তাগণ চাষীদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে মাটির উর্বরতা ও গুণাগুণের ভিত্তিতে উন্নত বীজ প্রয়োগে ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। পাট চাষে ব্যবহৃত জমির প্রকৃত পরিমাণ নিরূপন, উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(গ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষে ৭০ দশক থেকে পাটসহ প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদনে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। পললীর ক্ষুদ্র প্রামিত্মক চাষিদের দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদেরকে উপযোগী প্রশিক্ষণ, ঋণ ও প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাটের পরিমাণ ও মানসম্পন্ন উৎপাদন এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে পাটের অব্যাহত উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি কার্যক্রম বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৭৭ টি উপজেলায় বিস্তৃত। সাম্প্রতিক সময়ে পাট অধিদপ্তরের অধীনে ইতোপূর্বে গৃহীত সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে চিহ্নিত ১০০ উপজেলায় কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ছাড়াও কর্মসূচির অভিষ্ট লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবির পক্ষ হতে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১) স্থানীয় পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়পূর্বক কৃষকদের বিনামূল্যে উন্নত বীজ সরবরাহ করা;
(২) বিআরডিবি'র আবর্তক কৃষি ঋণ খাত হতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
(৩) কর্মসুচিভূক্ত পাটচাষীর তালিকা সংগ্রহ করতঃ তালিকায় বর্ণিত চাষীগণ যদি পূর্ব থেকে সমিতির সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে পাটচাষীদের নিয়ে নতুন সমিতি গঠন।

উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ছাড়াও পাটের অতীত ঐতিহ্য পুণরুদ্ধার এবং পাটকে কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী খাতে পরিণত করার জন্য বিআরডিবি কর্তৃক ভবিষ্যতে অধিকতর পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ):

পাটবীজ উৎপাদন ও উহা কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

(ঙ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই):

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে পাটের কৃষি, কারিগরি এবং জুট- টেক্সটাইল গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। কৃষি গবেষণার আওতায় বিজেআরআই উচ্চ ফলনশীল পাটজাত উদ্ভাবন, উন্নত পাট উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে চলেছে। পাটবীজের সমস্যা সমাধানকল্পে প্রচলিত পাটবীজ উৎপাদনের পরিবর্তে ''নাবী পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি'' উদ্ভাবন করে পাটবীজ ঘাটতি মোকাবেলায় অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত বিজেআরআই ৪৪টি উচ্চ ফলনশীল পাটজাত উদ্ভাবন করছে যার মধ্যে ১৬ টি কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে। এছাড়াও বিজেআরআই উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা ও উন্নত পদ্ধতিতে পাট পচন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। উপরোক্ত গবেষণার ফলে যে সকল পাট জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে তাতে দেশে উন্নতমানের পাট আঁশ ও বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। পাট চাষ সম্প্রসারণ তথা শস্যক্রমে পাট চাষের অর্ন্তভূক্ত জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করবে এবং উৎপাদিত পাটখড়ি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। এ ছাড়া বিজেআরআই বিভিন্ন ধরণের বহুমুখি পাট পণ্য যেমন- জুট জিও টেক্সাইল, মিহি সুতা, পাটের কম্বল, পাট উল ও উক্ত উলজাত স্যুয়েটার, জায়নামাজ, বিভিন্ন ধরণের ফার্নিশিং ফেব্রিক, ডেনিম, এ্যাপারেল ফেব্রিক, কুটির শিল্পের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন ধরণের হ্যান্ডিক্র্যাফটস, পাট আঁশ, সূতা ও কাপড়ের উন্নতমানের ব্লিচিং, মার্সারাইজিং, রঞ্জিতকরণ ও ফিনিশিং পদ্ধতি, অগ্নিরোধী পাটপণ্য, পচনরোধী পাটের নার্সারি পট, পাট ও তুলার সংমিশ্রনের চিকন সুতা ও উক্ত সুতা হতে বিভিন্ন ধরণের কাপড় উদ্ভাবন করছে। বিভিন্ন এনজিও, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিভিন্ন জুট ইন্ডাস্ট্রিজ এর সমস্যা সমাধানকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও ট্রেনিং এর মাধ্যমে পাটের বহুমুখি ব্যবহার করার প্রয়াস চালাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বিজেআরআই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার ভিত্তিতে নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন, পণ্যমান উন্নয়ন, পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে পাটজাত ও চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পণ্যমুখি কাঁচাপাট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে পাটনীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(চ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি):

বিএডিসির পাটবীজ বিভাগ দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রিডার পাটবীজ হতে বিএডিসি উহার দুটি খামারে ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন করে থাকে। পরবর্তীতে কিছু নির্দিষ্ট এলাকার নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট বিতরণ কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকে। বিএডিসি তাদের ভিত্তিবীজ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাটবীজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং বীজ বিতরণ জোরদার করে পাট খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ছ) বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি):

দেশে উৎপাদিত মোট প্রচলিত পাটপণ্যের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন উৎপন্ন করে থাকে। সংস্থাটি স্থানীয়ভাবে পাট চাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের নিকট হতে সরাসরি পাট ক্রয় করে পাট চাষীদেরকে পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করবে। তাছাড়া পাট উৎপাদনকারী সীমান্তবর্তী এলাকায় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকদের নিকট সরাসরি পাট ক্রয় করবে এবং আপদকালীন মজুদ গড়ে তুলে পাটের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে। সংস্থাটি উহার সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে পাটপণ্যের মান উন্নয়নসহ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(জ) জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি):

কৃত্রিম তন্তু ও অন্যান্য স্বল্প মূল্যে সিনথেটিক তন্তুর আর্বিভাব এবং ব্যবহারিক ও পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব বাজারে প্রচলিত পাট ও পাট সামগ্রীর মূল্য দিন দিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ সচেতন বিশ্বে বহুমুখি পাটপণ্য সামগ্রীর চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতসহ অন্যান্য পাট ও পাট জাতীয় তন্তু উৎপাদনকারী দেশসমুহ গবেষণার মাধ্যমে বহুবিধ পরিবেশ বান্ধব ও অত্যাধিক মূল্য সংযোজনকারী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে বিশ্ব বাজারে উপস্থাপন করছে। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে বেসরকারি খাতে সহায়তা করার জন্য পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) শীর্ষক একটি সম্প্রসারণমূলক কেন্দ্র ২০০২ সনের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উচ্চ মূল্য সংযোজিত পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্প স্থাপনের লক্ষে নতুন প্রযুক্তি

সরবরাহ, বিপণন সহায়তা ও বিনিয়োগ মূলধন যোগানে সহায়তাসহ একটি পূর্ণাংগ প্যাকেজ অব সার্ভিসেস প্রদান করছে। বিশ্ব চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বহুমূখি পাটপণ্য উদ্ভাবন ও উহার উৎপাদন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানঃ

(ক) বাংলাদেশ জুট মিল এসোসিয়েশন (বিজেএমএ):

বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত পাটকলসমুহের সংগঠন বিজেএমএ পাট শিল্প উন্নয়নের লক্ষে বেসরকারিকরণ কর্মসূচি দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ তদারকির মাধ্যমে বেসরকারি খাতের মিলসমুহকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ অবদানসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মৌসুমের প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে সংস্থাটি কাঁচাপাটের আপৎকালীন মজুদ গড়ে তুলতে পারে এবং চাষিদেরকে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ):

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন বেসরকারি খাতে স্থাপিত স্পিনিং মিলসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। সংস্থাটির অধীনস্থ মিলসমূহ মূলতঃ সুতা ও টোয়াইন উৎপাদন করে থাকে। উহার প্রায় ১০০% বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। সংস্থাটি উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(গ) বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ):

পাটপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নয় এমন পাটপণ্য রপ্তানিকারকদের নিয়ে বাংলাদেশ জুট গুডস এসোসিয়েশন গঠিত। পাটপণ্য রপ্তানিতে সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ সংগঠন বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে পাটপণ্যের বাজার উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম চালতে পারে।

(ঘ) বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ):

বাংলাদেশ কাঁচাপাট রপ্তানি সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। কাঁচাপাট রপ্তানি করে বিজেএ’র সদস্যগণ বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি রপ্তানিযোগ্য কাঁচা পাটের গুণগত মান নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করবে। বর্তমান বাজার সংরক্ষণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষে সংস্থাটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঙ) বাংলাদেশ পাটচাষী সমিতিঃ

বাংলাদেশ পাটচাষিদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পাটচাষি সমিতি কাঁচাপাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে পাটচাষী সমিতি বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল পাটবীজের ব্যবহার এবং উন্নত পাটচাষ ও পাট পচন পদ্ধতির প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।